স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে চৈত্র বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 8th April 1964 { ৪৩শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarkar

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্চাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রূপের চাকচক্য ও নিপুণতা আধার।

প্রস্তুতকারক,
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M.

অমিয় মেডিক্যাল কোম্পানী, অরঙ্গাবাদ

সুবিধা দরে ঔষধ পাইবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বিঃ দ্রঃ—জঙ্গিপুর মহকুমার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস, ডি-টি-এম (কলিঃ), ডি-জি-ও (ডবলিন), ডি-ও (লণ্ডন) প্রতি বুধবার আমাদের ফার্ম্মেসীতে আসিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন। জিয়াগঞ্জ মহিলা হাসপাতালের যাবতীয় ঔষধ পাইবেন।

বিনীত—অমিয়কুমার দাস।

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে

জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান **ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট**-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা।
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া।
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা।
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

নেতা কষা কষ্টি

—•—

যে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতু খাঁটি কিংবা ভেজাল মিশ্রিত, তাহা নির্ণয় করা যায়, তাহাকে কষ্টি পাথর বা কষ্টি বলে। ভারতের অধীনতা শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য এক শ্রেণীর ভারতবাসী নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তিনি যে ভারতমাতার কি রকম ভক্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া নিজের বিশুদ্ধতা লোকচিত্তে এবং ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই আদর্শ নেতা। ইঁহারাই কবির বাক্য—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—
কে বাঁচিতে চায়।"

প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতে স্বার্থ-ত্যাগী নেতৃবৃন্দ—তাঁহারা যে অকৃত্রিম দেশহিতৈষী এ প্রমাণ বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যে সব নেতারা তাঁহাদের তথাকথিত ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ দেশ শাসনের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নেতা অপেক্ষা অভি-নেতাই বেশী। তাঁহারা অভিনয় করিয়াই লোক-চক্ষে ধূলি দিয়া ত্যাগীপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া অন্ন বস্ত্রহীন দেশবাসীর সম্মুখে বাদশাহী তক্ত উপভোগ করিতেছেন। ইঁহাদের ত্যাগ দেখিয়া অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি বাক্য মনে পড়ে। সন্ন্যাসীরা নিজেদের ত্যাগী এবং গৃহীদের ভোগী বলিয়া বর্ণনা করেন। এক বিখ্যাত সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তৎকালীন 'বিজলী' পত্রিকার উনপঞ্চাশী স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছিলেন—আমরা তাঁহার সমস্ত লেখা অবিকল না দিতে পারিলেও তাহার মর্ম্মার্থ স্মরণ করিয়া লিখিতেছি।

"শুভ্র বর্ণের শতগ্রন্থি বসন পরিধান করিয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, নিজের স্ত্রীপুত্র ছাড়া, বিধবা পিতৃস্বসা, বিধবা ভগ্নী, মাতৃ-পিতৃহীন ভাগীনেয়, ভাগীনেয়ী, প্রভৃতি পরিবেষ্টিত সংসারের অন্ন সংস্থান করার নাম ভোগ। আর এই সকল দুঃখী গৃহস্থের এবম্প্রকারে উপার্জ্জিত অর্থ বচনের জোরে কোন প্রকারে হস্তগত করিয়া, সেই অর্থের দ্বারা লব্ধ সিল্কের গেরুয়া, মূল্যবান সুদৃশ্য উপানহ পরিধান করিয়া বিলাতী সিগারেট, চুরুটের ধূমপান করতঃ দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, রাবড়ি, মাখন, ছানা, প্রভৃতি গব্যরস, যে সময়ের যে মূল্যবান ফল, কিসমিস, বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি সুখসেব্য ফলাদি উপভোগ করার নাম ত্যাগ।" শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথের এই বাক্য আমাদের বর্ত্তমান ত্যাগী নেতৃবৃন্দেরও যেন স্বরূপ বর্ণন করিতেছে।

দেশের লোকে এঁদের চায় না, তবুও কর্ত্তা ভজিয়া ভজন কার্য্যে আত্মদান ধর্ম্ম ত্যাগ করা কঠিন। এঁরাই ঠিক বুঝিয়াছেন—

"লোকে বলে ছাড়ো ছাড়ো,
ছাড়তে কি তাই পারা যায়!
ছাড়ার কথা মনে হ'লে
আত্মারাম যে খাপি খায়।
দুটি কর দিয়ে মাথে
প্রাণ সঁপেছি হাতে হাতে
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে,
কালি ঘাটের কুকুর হয়।"

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যাগাজিন-ফি কি জন্য?

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রের নিকট হইতে বৎসরে এক টাকা করিয়া ম্যাগাজিন-ফি নিয়মিতভাবে আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু আসল জিনিস ফাঁকি। কর্ম্মকর্ত্তাদের খোস-খেয়ালে ১৯৬২ সালের ম্যাগাজিন ১৯৬৩ সালের জুন মাসে বাহির হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের ম্যাগাজিন ১৯৬৪/এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহেও বাহির হয় নাই। কবে বাহির হইবে কি হইবে না তা ভবিতব্যই জানেন।

মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের কষ্টার্জ্জিত পয়সা আদায় করিয়া এ প্রহসন করার অর্থ কি? এর সদুত্তর কে দিবেন? বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির মাননীয় সদস্যগণ না বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়?

শুনা যাইতেছে বিদ্যালয়ের ১৭ জন শিক্ষক মহাশয়গণ একযোগে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে এক অনুযোগ-লিপি বা অনাস্থা-প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন।

অশীতিপর বৃদ্ধা মহিলার পরলোকগমন

গত ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাজানগর নিবাসী প্রবীণ শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ও জঙ্গিপুর ফৌজদারী অ্যাদালতের অন্যতম মোক্তার শ্রীউপেন্দ্র-নাথ দাস মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গৃহকর্ম্মে নিপুণা আদর্শ-গৃহিণী ও অতিথিবৎসলা মহিলা ছিলেন। তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা, জামাতা ও অনেকগুলি নাতিনাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি বর্ত্তমান ১৯৬৪ সাল হইতেই বহুমুখী (Multipurpose) বিদ্যালয়ে উন্নীত হইল। এখন হইতে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বিজ্ঞান বিষয় (Science) শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করিবে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আমরা সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির মির্জাপুর

বিগত ২৬শে মার্চ্চ মির্জাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেডের গৃহে রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি সার্কেলের ৪০ জন শিক্ষকের পক্ষকাল-ব্যাপী এক শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিবির উদ্বোধন করেন বহরমপুর রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণ ভবনের অধীক্ষক শ্রীবিমল দাশগুপ্ত, সভাপতিত্ব করেন মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরমাকান্ত আচার্য্য ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত মজুমদার।

প্রাথমিক শিক্ষা-আলোচনা চক্র মুরলীপুকুর

গত ৬ই এপ্রিল মুরলীপুকুর জুনিয়র বেসিক স্কুল গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা-আলোচনা চক্রে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয়সমূহের নবাগত পরিদর্শক শ্রীরমেশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। নিমতিতা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এখানে জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ান চক্রের ৪০ জন শিক্ষককে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপায়ণের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

নন্-রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক সমস্যা বিধান সভায় আলোচনা

—•—

বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়নের অনুরোধে গত ১০-৩-১৯৬৪ তারিখে রাজ্য বিধান সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীদেবশরণ ঘোষ এম, এল, এ, মহাশয় পশ্চিম বঙ্গের নন্-রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণের দাবী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলেন যে প্রায় ৩০,০০০ নন্-রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের চিকিৎসাতেই পল্লী অঞ্চলের জনগণ বাঁচিয়া আছেন। তিনি ভারত সরকারের 'Draft Model Bill' এবং The Bengal Medical Union-এর 'পাঁচ দফা দাবী' সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানিতে চাহেন। শ্রীঘোষ এই ইউনিয়নের প্রস্তাবগুলিকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে সরকারের নিকট দাবী জানান। ঐ দাবীর সমর্থনে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত, এম, এল, এ, শ্রীসুধীর দাস এম, এল, এ, এবং আরও অনেকে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত দেবশরণ ঘোষ এম, এল, এ'র ভাষণের সারাংশ আকাশ বাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে ১০-৩-১৯৬৪ তারিখে সন্ধ্যায় স্থানীয় সংবাদে প্রচারিত হয়। ঐ প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রীকানাই পাল এম, এল, এ, বলেন, "পল্লীঅঞ্চলে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা তো দূরের কথা, হাতুড়ে চিকিৎসার সাহায্য পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন, ভারতে বর্ত্তমানে প্রতি ৫,০০০ লোক পিছু ১ জন মাত্র ডাক্তার, কাজেই 'হরিতলার মাটি খাওয়ানো' আর 'কপালের উপর নির্ভর করা' ছাড়া এ দেশের মানুষের কোন উপায় নাই।" এই বিষয়ে সাফল্যের জন্য ইউনিয়ন সকল শ্রেণীর নন্-রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণের বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। সেক্রেটারী "দি বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়ন" (সরকারী অনুমোদিত) ফোন নং ২৪-৩৫৩৯ ও ২৪-১৬৫৭

৪৮ বি, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪ তে সকল শ্রেণীর নন্-রেজিষ্টার্ড ডাক্তারগণকে নাম ও ঠিকানা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছেন।

শিক্ষক আবশ্যক

যে কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষাদান কার্য্যে অভিজ্ঞ একজন B. A. P. G. B. T. অথবা M. A. P G. B T. প্রধান শিক্ষক আবশ্যক। আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০-৪-৬৪, সম্পাদক—বন্যেশ্বর বি, সি, সিনিয়র বেসিক স্কুল, পোঃ দক্ষিণগ্রাম সাবিত্রী, জেলা মুর্শিদাবাদ।

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত পচুই মদের দোকান সমূহ ১৯৬৪—৬৫ সালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে। তজ্জন্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা মূল্যের কোর্টফি সহ দরখাস্তকারীর নাম, পিতার নাম, বর্ত্তমান ও স্থায়ী বাসস্থান, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে। ইংরাজী ২০শে এপ্রিল, ১৯৬৪ তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত বহরমপুর জিলা আবগারী অফিসে গ্রহণ করা হইবে।

১। খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত হরিপুর
২। কান্দী থানার অন্তর্গত দোহালিয়া
৩। কান্দী থানার অন্তর্গত জেমো

স্বাঃ এস, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়
কালেক্টর পক্ষে অন্তঃশুল্কাধ্যক্ষ
মুর্শিদাবাদ।

পঞ্চায়ত কি ?

মুর্শিদাবাদ সমাচারে আগামী ১৫ই এপ্রিল, ৬৪, বুধবার হইতে (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়ত অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়তের আইন কানুন বিষয়ক নিয়মাবলী ক্রমশঃ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। অধ্যক্ষ ও প্রধানগণ তাঁহাদের প্যাডে গ্রাম ও অঞ্চলের নামাঙ্কিত রবার ষ্ট্যাম্প সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিলে "সমাচার" বিনামূল্যে পাঠান হইবে।

ম্যানেজার—**বান্ধব-প্রেস**
(মুর্শিদাবাদ সমাচার)
পোঃ—খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে অবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
অবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

. ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

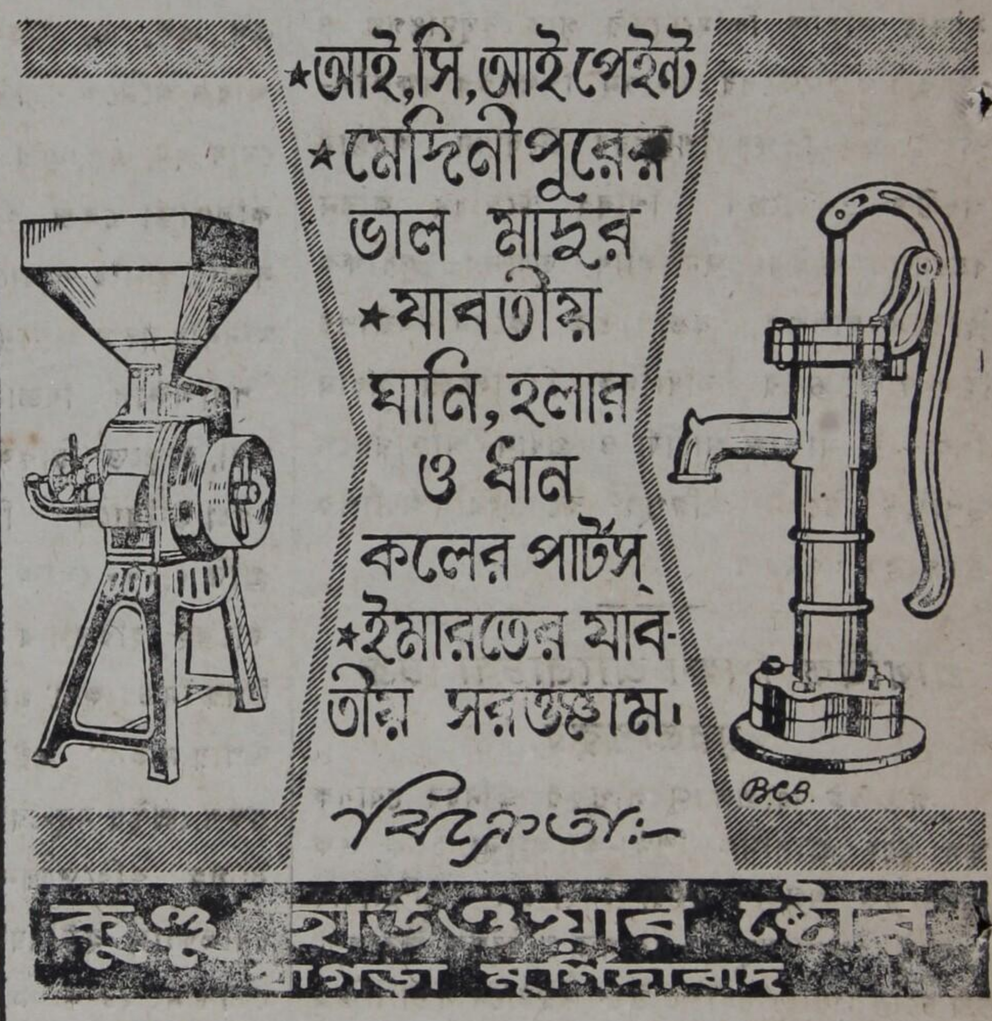

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।